বাংলাদেশ ডিগনিটি ফোরামে উপস্থাপিত আলোচনাপত্র

‘সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতামুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মর্যাদার রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিনির্মাণ’

বিষয়ক নাগরিক সংলাপ

০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি (ডি.আর.ইউ.)

আয়োজক:

সিভিক বাংলাদেশ, সিএলএনবি, জাগো নারী ফাউন্ডেশন ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সুপরিকল্পিতভাবে সহিংস আক্রমণ চালানো হয়েছে। এতে অনেক হিন্দু পরিবার শারীরিকভাবে, সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই সহিংসতায় আমরা অত্যন্ত মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ। এজন্য বাংলাদেশ ডিগনিটি ফোরাম থেকে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি, এবং সহিংসতার শিকার বিপন্ন নাগরিকদের জানমালের স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা জানি, সম্প্রতি সাতক্ষীরা, লালমনিরহাট ও পাবনা জেলায় অসংখ্য হিন্দু পরিবার সহিংসতার শিকার হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর), হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ২৭৮টি বাড়ি ও ২০৮টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে ৪৯৫টি প্রতিমা, পূজামণ্ডপ ও মন্দির। সহিংসতায় আহত হয়েছেন ১৮৮ জন ও নিহত একজন। বিগত এক মাসে (জানুয়ারি ২০১৪), অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটে বিধ্বস্ত হয়েছে ৬২১টি বাড়ি, ১৯২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ৫২টি প্রতিমা, পূজামণ্ডপ ও মন্দির। ধর্ষিত হয়েছেন দুই নারী, অপহৃত এক, আহত ১০৬, এবং নিহত হয়েছেন তিনজন।

চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় লালমনিরহাটে হিন্দু পল্লীতে সশস্ত্র হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালে ৪ নভেম্বর লালমনিরহাট সদরের সাতপাটকী মাঝিপাড়ায় এক হিন্দু পল্লীতে হামলা চালানো হয়। হামলার ভয়ে আত্মগোপন করে শতাধিক হিন্দু পরিবার। অপরদিকে সহিংসতার শিকার হন সাঁথিয়া উপজেলার অনেক হিন্দু নারী-পুরুষ।

সংঘটিত এই সহিংসতা যে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, এটা বলারই অপেক্ষা রাখে না। বরং এগুলো ঘটানো হয়েছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, যার হয়তো কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ রয়েছে। এবং ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা সর্বজনীন ‘মানব মর্যাদা ও স্বত্ত্বার’ সাংবিধানিক অঙ্গিকার অস্বীকার করার এবং দেশের ‘সংখ্যালঘু’ জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্মগত অধিকার হরণ করার অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু তাই নয়, জাতীয় গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার দিক পরিবর্তন করে অতীতের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর একটি হীন প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

আরও লক্ষনীয় যে, হামলাকারীদের ঔদ্ধত্য ও ইন্ধনদাতাদের উস্কানি তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অপব্যবহারের চরম বহিঃপ্রকাশ, যা আমাদের জাতীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্যই শুধু বিনষ্ট করছে না, হামলা ও দূর্বৃত্তায়নের শিকার ‘সংখ্যালঘু’ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। অথচ আমরা জানি, নাগরিকের নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষা পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। প্রতিটি রাষ্ট্রই এটা পালনে দায়বদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এক বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "Here in the United States of America, every man and woman, every girl and boy, has the right to be safe and protected and to pursue their own piece of the American Dream." অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পাওয়া এবং সামগ্রিক মার্কিন স্বপ্নের প্রাপ্য অংশের অধিকার রয়েছে। ওবামার এই বক্তব্যের আবেদন সর্বজনীন।

পক্ষান্তরে, সহিংস হামলার মাধ্যমে হিন্দু নারী-পুরুষদের নাগরিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারই শুধু লজ্ঘিত হয়নি, এতে হামলাকারীদের চরম অসহিঞ্চু মনোভাব ও আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের পথে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এই

সহিসংতা আদিম ও মধ্যযুগীয় যা একটি আধুনিক সমমর্যাদাকামী গণতান্ত্রিক সমাজে একদম বেমানান। এ ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর একটি উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য:

> *‘অসহিষ্ণুতা নিজেই এক ধরনের সহিংসতা, যা আমাদের জাতীয় জীবনে সত্যিকার গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশের পথে একটি প্রধান বাধা।’*

অতএব, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অন্য ধর্ম-সংস্কৃতি-আচার-কৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে সকল ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষের মর্যাদাধিকারসহ বসবাসের স্বীকৃতি সুপ্রতিষ্ঠা করা আমাদের একটি জাতীয় কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে আরো উজ্জীবিত করা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সহিষ্ণুতা লালন ও প্রদর্শন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রধান শর্ত, এবং এই শর্ত জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থেই সবাইকে মেনে চলতে হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনায় প্রসূত ‘সংখ্যালঘু’ তত্ত্ব বিশেষ জনগোষ্ঠীর সমমর্যাদা নিয়ে সম্মানজনকভাবে বাস করার অধিকারের প্রতি অবজ্ঞাসূলভ অস্বীকৃতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, যা প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যহীনতা ও সামাজিক প্রান্তিকীকরন ত্বরান্বিত করতে সহায়ক। এই অস্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে অপস্বীকৃতি, যা সামাজিক নির্বাসনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপ। এবং তা সমমর্যাদাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। এর সামাজিক ও রাজনৈতিক দায় আমরা কোনোভাবেই এড়াতে পারি না।

অতএব, এই সংলাপে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই:

- সংখ্যার বিচারে নয়, প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র ও আইনের চোখে সমান -- এই বিবেচনায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সর্বজনীন ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা হোক; এবং
- ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকের সমমর্যাদার সর্বজনীন ও সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি ও সংগঠনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বাঙালির সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার মাধ্যমে ‘ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের’ সামাজিক নিরাপত্তায় জনঅংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি, এই কারণে যে, ‘সংখ্যালঘু’দের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রীয়, একথা বলে সামাজিক দায় এড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগ আমাদের নেই।

Civic Bangladesh Web: civicbd.org Email: dignity@civicbd.org